11 JUN 2003
৪

সংবাদ

অপরাধ ঃ নিয়মবহির্ভূত নিয়োগে সুপারিশ না করা

বিএনপি নেতার রোষানলে পড়ে প্রবীণ এক শিক্ষকের দুর্দশা

নাজমুল হুদা নাসিম, বগুড়া থেকে ঃ একজন প্রধান শিক্ষকের অপরাধ- তিনি নিয়মবহির্ভূতভাবে শিক্ষক নিয়োগে সহযোগিতা করেননি। আর তাই প্রচণ্ড রকম ক্ষুব্ধ হয়েছেন স্থানীয় বিএনপি নেতা। তিনি উঠে-পড়ে লেগেছেন ওই প্রধান শিক্ষককে শায়েস্তা করতে। ইতোমধ্যে প্রধান শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়। তার বিরুদ্ধে ছিনতাইয়ের মামলা পর্যন্ত দায়ের করা হয় বলে জানা গেছে।

অভিযোগ রয়েছে, নিয়মবহির্ভূতভাবে একজন শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করেননি সোনাতলা পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী। এতে ক্ষুব্ধ হন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও থানা বিএনপি'র সভাপতি একেএম আহসানুল তৈয়ব জাকির। তারই উদ্যোগে ২৭শে মে উক্ত প্রধান শিক্ষককে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় ম্যানেজিং কমিটি।

আইনগতভাবে এ বরখাস্তের আদেশ অকার্যকর হলে বিএনপি নেতা জাকির ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে তার অনুগত গোলাম রব্বানীকে দুর্দশা ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

দুর্দশা ঃ প্রবীণ শিক্ষকের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

প্রধান শিক্ষকের চেয়ারে বসান এবং তাকে দিয়েই বয়োবৃদ্ধ শিক্ষক মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে সোনাতলা থানায় একটি মিথ্যা ছিনতাই মামলা দায়ের করান। এরপর সামাজিকভাবে অপদস্থ ও অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে তাকে পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করাতে সভাপতি জাকির বিভিন্ন ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছেন।

ওই মিথ্যা মামলায় আদালত থেকে তিনি যাতে জামিন না পান সেজন্যও বিএনপি নেতা জাকির সংশ্লিষ্ট থানা ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায় বসে আলাপ-আলোচনা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষক মোহাম্মদ আলী বাধ্য হয়েই গত ৪ঠা মে জেলা জজ আদালতে হাজির হলে বিচারক তার জামিন মঞ্জুর করেন। এখানেই শেষ নয়, মোহাম্মদ আলী জজ আদালত থেকে ওইদিন জামিন পেলেও বিএনপি নেতা জাকির স্থানীয় কয়েকজন ভাড়াটে সাংবাদিককে দিয়ে তাদের পত্রিকায় খবর পরিবেশন করায় 'সোনাতলা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাৎ মামলায় জেল হাজতে'।

শেষ পর্যন্ত বিএনপি নেতা জাকির প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে মোহাম্মদ আলীকে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত এবং সেখানে তার ছোট ভাই পার্শ্ববর্তী হাবিবপুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক সোহেলকে বসাতে নানামুখী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছেন বলে জানা গেছে। শিক্ষক গোলাম রব্বানী প্রধান শিক্ষকের অফিস বেআইনিভাবে দখল করার পর আলমারিসহ গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও ফাইল হাতিয়ে নেন এবং মোহাম্মদ আলীকে হাজিরা খাতায় সই দিতে বাধা দিচ্ছেন।

প্রবীণ শিক্ষক মোহাম্মদ আলী 'সংবাদ' প্রতিনিধিকে জানান, বিএনপি নেতা জাকির রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দলীয় সমর্থকদের নিয়ে ১৩ই মার্চ ২০০২ তথাকথিত একটি ম্যানেজিং কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি তাকে না জানিয়েই বিভিন্ন তারিখে সভা আহ্বান করে। সম্প্রতি স্কুলের ৬টি শূন্যপদে অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের এবং শরীরচর্চা শিক্ষক হিসেবে এক অযোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগের চেষ্টা করা হয়। তিনি তাদের পক্ষে সুপারিশ না করায় বিএনপি নেতা জাকির তার ওপর ক্ষুব্ধ হন এবং তাকে অনেকভাবে অপদস্থ করেন।

সম্প্রতি প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী তাকে হাজিরা খাতায় সই করতে বাধা প্রদান, অফিস তালাবদ্ধ, কাজে বাধা, বেতন-ভাতা প্রদান বন্ধ, পুলিশি হয়রানি না করতে এবং বেআইনি ও বিধিবহির্ভূতভাবে গঠিত কমিটি যাতে তদন্ত করতে না পারে এ মর্মে সোনাতলা সহকারী জজ আদালতে আবেদন করলে ২৪শে এপ্রিল ইনজাংশনের নোটিশ জারি করেন।

অন্যদিকে সভাপতি জাকিরের কতিপয় সিদ্ধান্ত নীতিবহির্ভূত এবং বিদ্যালয়ের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় এক ছাত্রের অভিভাবক উক্ত সিদ্ধান্ত বেআইনি ঘোষণার জন্য সোনাতলা থানা সহকারী জজ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা (নং-০৮/০৩) দায়ের করেন, যা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০০২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি থানা বিএনপি সভাপতি জাকির সোনাতলায় আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ-এর মাঠ কর্মকর্তা রোকেয়া বেগমকে প্রকাশ্যে শত শত মানুষের সামনে মারপিট ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে সোনাতলা থানায় মামলা হলেও প্রশাসন আজ পর্যন্ত জাকির খানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। কেয়ার কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ ঘটনার প্রতিবাদে সোনাতলা এলাকায় তাদের কয়েক লাখ টাকা ব্যয়ে দুটি প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

বর্তমানে চাকরি জীবনের শেষ মুহূর্তে হাজিরা খাতায় সই করতে না দেয়া এবং বিভিন্ন অপপ্রচার অব্যাহত রাখায় প্রবীণ শিক্ষক মোহাম্মদ আলী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, সচিব, শিক্ষাবোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকলের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এ ব্যাপারে সংবাদ-এর পক্ষ থেকে বিএনপি নেতা জাকিরের সঙ্গে তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে নিয়মিত ক্লাস না নেয়া এবং অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে ভাল আচরণ না করার অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, তিনি একা নন, ম্যানেজিং কমিটি বসে প্রধান শিক্ষককে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছিনতাই মামলা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি কোন মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। একজন কেয়ার কর্মকর্তাকে প্রকাশ্যে মারপিট করার বিষয় জানতে চাইলে তিনি এটিকে ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেন. এর বেশি মন্তব্য করা সম্ভব নয় বলে জান